

# বাংলা সাহিত্য (মনে রাখার উপায়)

## দেশী ও বিদেশী শব্দের ব্যবহার

### ⇒ দেশী শব্দ

এক গঞ্জের কুড়ি ডাগড় টোপর মাথায় দিয়ে চোঙ্গা হাতে পেটের জ্বালায় চুলা, কুলা, ডাব ও ডিংগা নিয়ে টং এর মাচায় উঠল।

### ⇒ ফারসী শব্দ

চশমার দোকানদার ও কারখানার মেথর রোজার দিনে নামাজ না পড়ায় বেগম বাদশার কাছে নালিশ করলেন। তাই শুনে বাদশা তাদের কে দরবারে ডেকে দস্তখত নিয়ে জানোয়ার ও বদমাশ বলে দোযখে পাঠালেন

### ⇒ গ্রীক শব্দঃ

গ্রীকের সেমাইয়ের দাম বেশী, সুরঙ্গ

### ⇒ বর্মী শব্দ

বর্মীরা লুঙ্গিকে ফুঙ্গি বলে

### ⇒ চীনা শব্দঃ

চীনার চিনির চা লিচুর মত লাগে, সাম্পান।

### ⇒ জাপানী শব্দ

জাপানের রিক্সায় হারিকেন লাগে

### ⇒ ওলন্দাজ শব্দ

ওলন্দাজরা ইস্কাপন, টেককা, তুরূপ, রুইতন, হরতন দিয়ে তাস খেলে

### ⇒ ফরাসী (ফ্রান্স)

গেরেজে কার্তুজের ডিপোতে বুর্জোয়া ইংরেজ ও ওলন্দাজদের রেস্টোরার কুপন আছে

### ⇒ পর্তুগীজ শব্দ

গীর্জার পাদ্রী চাবি দিয়ে গুদামের আলমারি খুলে তাতে আনারস, পেঁপে ও পেয়ারা আলপিন ও আলকাতরা রাখলেন। কেরানী দিয়ে কামরা পরিস্কার করে জানালা খুলে দিলেন তারপর পেরেক, ইস্ত্রি, ইস্পাত ও পিস্তল বের করে বালতিতে রেখে বোমা বানালেন।

### ⇒ তুর্কী শব্দ

দারোগা বাহাদুর বাসায় আসবেন। তাই দাদা বাড়ির চাকর খাতুন বেগম কে দিয়ে বাবুর্চি কে খবর পাঠালেন। কুলি, লাংগল

## নাটক ও প্রহসন সহজে মনে রাখার উপায়

⇒ দীনবন্ধু মিত্র

নাটক ও প্রহসনঃ নবীন জামাই কমল সধবার একাদশীতে লীলাবতীকে নিয়ে নীলদর্পণ নাটক দেখলে এক বুড়ো তাকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে যায়।

প্রহসনঃ বিয়ে পাগলা বুড়ো, সধবার একাদশী

নাটক – জামাই বারিক

লীলাবতী

নবীন তপস্বিনী

কমলে কাহিনী

নীল দর্পণ

নীল দর্পণ – ঢাকা থেকে প্রকাশিত ১ম গ্রন্থ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত নীলদর্পণ নাটকটিকে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন ১৮৬১ সালে। নাটকটি দেখতে এসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মঞ্চ জুতা ছুড়ে মেরেছিলেন

⇒ গিরিশচন্দ্র ঘোষ

ঐতিহাসিক ও পৌরণিক নাটক

ছত্রপতি শিবাজীর মী-সি-লে রাবন পাণ্ডবকে বধ করে অ -জানা বনবাসে সীতাকে হরণ করলেন

ছত্রপতি শিবাজী

মী – মীরজাফর

সি –সিরাজদ্দৌলা

লে- লক্ষণবধ

-রাবনবধ

-পান্ডব গৌরব

-অভিমন্যু বধ ও সীতা হরণ – পৌরণিক

-জনা

⇒ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

নাটকঃ ক –সি সাবনুর প্রায় এক ঘরে জন্ম নিলে প্রতাপ চন্দ্র দাসের আনন্দের পতন ঘটে

ক – কঙ্কি অবতার

সি –সিংহল বিজয়

সাবনুর - বঙ্গনারী

সা - সাজাহান

নূর -নূরজাহান

প্রায় – প্রায়চিত্ত

জন্ম – পুনর্জন্ম

প্রতাপ -প্রতাপ সিংহ

চন্দ্র –চন্দ্রগুপ্ত

দাস –দুর্গাদাস

আনন্দ – আনন্দ বিদায়

⇒ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গল্প

বিলাসীর মেজদিদি বিন্দুর দুই ছেলে মহেশ ও পরেশ আর এক মেয়ে সতী, মন্দিরের জমি নিয়ে মামলার ফলে তারা আজ কপর্দকশূন্য

গল্পঃ ছবি, বিলাসী, পরেশ, সতী, মহেশ, মন্দির, মামলার ফল, বিন্দুর ছেলে, মেজদিদি

উপন্যাসঃ

অরক্ষণীয় গৃহের ছবি দেখে কাশীনাথ শ্রীকান্তকে বললেন “চরিত্রহীন দেবদাস পশুর সমান”

চ – চরিত্রহীন

দেব- দেবদাস, দেনাপাওনা

দাস – বিপ্রদাশ

প-পরিণীতা

শু- পন্ডিত মশাই

র- পথের দাবী

স- পল্লী সমাজ

মা- রামের সুমতি

ন –চন্দ্রনাথ

⇒ ইসমাইল হোসেন

উপন্যাস,কাব্য ও মহাকাব্য

রানুর ফিতা

উপন্যাসঃ

রা – রায় নন্দিনী

নুর -নুর উদ্দিন

ফি - ফিরোজা বেগম

তা – তারাবাঈ

কাব্য ও মহাকাব্য

নব-উদ্দীপনা উচ্ছাসে অনল প্রবাহে তুরস্কে ভ্রমণ করে স্পেন বিজয় করল

কাব্যঃ

নবউদ্দীপনা

উচ্ছ্বাস

অনল প্রবাহ

ভ্রমণ কাহিনীঃ তুরস্ক ভ্রমণ

মহাকাব্যঃ স্পেন বিজয়

⇒ ফররুখ আহমদ

কাব্যঃ

সাত সাগরের মাঝি সিরাজুম মুনীরা মুহূর্তের মধ্যেই নৌফেল ও হাতেম তাই এর জন্য পাখির বাসা বানাল

সাত সাগরের মাঝি

সিরাজুম মুনীরা

মুহূর্তের কবিতা

হাতেম তাই

নৌফেল ও হাতেম

পাখির বাসা

দরিয়া, শেষ রাত্রি, লাশ – সাত সাগরের মাঝি কাব্যের অন্তর্গত

⇒ নবীন চন্দ্র সেন

পলাশীর যুদ্ধ এবং কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের দুই সৈনিক রৈবতক আর প্রভাস যুদ্ধ না করে অবকাশ রঞ্জিনী পালন করছিল

পলাশীর যুদ্ধ – গাঁথাকাব্য

কুরুক্ষেত্র, রৈবতক, প্রভাস – ত্রয়ী মহাকাব্য

অবকাশ রঞ্জিনী- কাব্য

⇒ মুনীর চৌধুরীর

মুখরা রমনীর শয়নকক্ষে রূপার কৌটায় রাখা দণ্ডকারন্যের রক্তাক্ত প্রান্তরে কবরে শায়িত এক যোদ্ধার চিঠির বিষয়ে ঘরের কেউ কিছু বলতে পারেনা।

অনুবাদ নাটক

মুখরা রমনী বর্শীকরন

রূপার কৌটা

কেউ কিছু বলতে পারেনা

নাটকঃ

রক্তাক্ত প্রান্তর

চিঠি

দশ্ভকারন্য

কবর

⇒ জসীম উদ্দীন

নাটকঃ

পদ্মা পাড়ের বেদের মেয়ে মধুমালার সাথে অন্য গ্রামের মেয়ে এক পল্লীবধূর বন্ধুত্ব সবার মুখে মুখে

পদ্মাপাড়

বেদের মেয়ে

মধুমালার

পল্লীবধূ

গ্রামের মেয়ে

উপন্যাসঃ

বোবা কাহিনী

কাব্যঃ

হলুদ বরনীর দেশে হাসু , ডালিম কুমার, সখিনা ও সূচয়নী ভয়াবহ সেই দিনগুলোতে এক পয়সার বাশি বাজিয়ে

ধানক্ষেতের বালুচরে মাটির তৈরী কবর জলে লেখা নকশী কাথার কাফন মুড়িয়ে সোজন বাদিয়ার ঘাটে এসে রাখালীর মা

পল্লী জননী রঙ্গিলা নায়ের মাঝির জন্য কাঁদতে লাগল

হলুদ বরনী, জলে লেখন

হাসু , নকশী কাথার মাঠ

ডালিম কুমার, কাফনের মিছিল

সখিনা , সোজন বাদিয়ার ঘাঁট

সূচয়নী , রাখালীর মা

ভয়াবহ সেই দিনগুলোতে, রঙ্গিলা নায়ের মাঝি

এক পয়সার বাশি, মা যে জননী কাদে

ধানক্ষেত

বালুচর

মাটির কান্না

⇒ জীবনানন্দ দাশ

সতীর্থ তার জলপাইহাটি নিবাসী বান্ধবী কবিতার কথায় তার ছোট বোন কল্যাণীকে মাল্যদান করল

উপন্যাসঃ

জলপাই হাটি

সতীর্থ

কল্যাণী

মাল্যদান

প্রবন্ধঃ কবিতার কথা

কাব্যঃ

এই মহাপৃথিবীর মাঝে বেলা অবেলা কালবেলায় সাতটি তারার তিমিরে রূপসী বাংলার মেয়ে বনলতা সেন কুড়িয়ে পাওয়া  
ঝরা পালকটি ধূসর পাণ্ডুলিপির ভেতর যত্ন করে রাখল

রূপসী বাংলা

বনলতা সেন

ধূসর পাণ্ডুলিপি

ঝরাপালক

বেলা অবেলা কালবেলা

সাতটি তারার তিমির

মহা পৃথিবী



## ⇒ মীর মশাররফ হোসেন

প্রহসনঃ ভাইয়ে ভাইয়ে ফাঁস কাগজে একি করল ? এর উপায় কি?

ভাই ভাই এই তো চাই

একি

এর উপায় কি

ফাঁস কাগজ

নাটকঃ

বেটা বসন্ত জমিদার

বে - বেহুলা গীতাভিনয়

টা- টালা অভিনয়

বসন্ত - বসন্ত কুমারী

জমিদার - জমিদার দর্পন

উপন্যাসঃ

রত্নাবতী বিষাদসিন্ধুর পানে তাকিয়ে থাকা উদাসীন পথিকের মনের কথা বুঝতে পেরে বাঁধা খাতাটি গাজী মিয়ার বস্তানীতে রাখলেন।

রত্নাবতী - বাংলা সাহিত্যের মুসলমান রচিত ১ম উপন্যাস

বিষাদসিন্ধু

গাজীমিয়ার বস্তানী

বাঁধা খাতা

উদাসীন পথিকের মনের কথা

## ⇒ কায়কোবাদ

কাব্য

অমিয়ার সাথে কুসুমের আর দহরম মহরম নেই বিরহ চলছে। তাই সে মহাশ্মশানের শিব মন্দিরে অশ্রুমালা বিসর্জন দিল

অমিয়ধারা

কুসুমকানন

মহরম শরীফ

বিরহ বিলাপ



শিব মন্দির

অশ্রুমালা

মহাশ্মশানঃ মহাকাব্য

বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কতৃক রচিত ১ম মহাকাব্য। মহাশ্মশান ১৯০৩ সালে রচিত হয়। এটি পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধ নিয়ে রচিত

বিহারীলাল চক্রবর্তী- পত্রিকা ও কাব্য মনে রাখার সহজ উপায়

বিহারীলাল চক্রবর্তী-ভোরের পাখি

বিহারীলাল চক্রবর্তী-গীতিকবিতার জনক

বিহারীলাল চক্রবর্তী-রবিঠাকুরের কাব্য গুরু

পত্রিকাঃ

অবোধ বন্ধু বিহারীলাল সাহিত্য সংক্রান্তিতে পূর্ণিমার হাত ধরে বসে আছে

অবোধ বন্ধু

সাহিত্য সংক্রান্তি

পূর্ণিমা

কাব্যঃ

বংগ সুন্দরী সারদার সংগীতের প্রতি নিসর্গ প্রেম তার স্বপ্ন ও মনে সাধের আসন গেড়ে বসেছে

বংগ সুন্দরী

সারদা মঙ্গল

সংগীত শতক

নিসর্গ সন্দর্শন

প্রেম প্রবাহিনী

স্বপ্ন দর্শন

সাধের আসন

⇒ রবি ঠাকুর

পোস্টমাস্টার কাবুলিওয়ালা দেনা পাওনার কর্মফলে হৈমন্তির দিদির পত্র রক্ষা করতে পারল না

ছোট গল্প

পোস্টমাস্টার

কাবুলিওয়ালা

দেনা পাওনা

কর্মফল

হৈমন্তি

দিদি

পত্র রক্ষা

দূর আশায় দৃষ্টিদান করে ল্যাবরেটরীর অধ্যাপক তার নষ্টনীড় জীবনের শেষের রাত্রির শেষ কথার সমাপ্তি টেনে স্ত্রীর কাছে  
পত্র লেখেন

**প্রেমের গল্প**

ল্যাবরেটরী

অধ্যাপক

নষ্টনীড়

শেষ রাত্রি

সমাপ্তি

স্ত্রীর পত্র

একরাত্রি

দূর আশা

দৃষ্টিদান

⇒ **আল –মাহমুদ**

**কাব্যঃ**

কালের কলসে হারিয়ে যাওয়া লোক-লোকান্তরে প্রচলিত কাহিনী –বখতিয়ারের ঘোড়ায় সোনালী কাবিন চাপিয়ে আল-

মাহমুদ এক চক্ষু হরিণ শিকার করেছিলেন

লোক লোকান্তরে

কালের কলস

সোনালী কাবিন

বখতিয়ারের ঘোড়া

একচক্ষু হরিণ

## উপন্যাস

আগুনের মেয়ে সুন্দর পুরুষকে দেখে তার ডাছকী রূপ ধারণ করেছিল

ডাছকী

আগুনের মেয়ে

পুরুষ মেয়ে

গল্পঃ পানকৌড়ির রক্ত

## বাংলা সাহিত্য

### কবি-সাহিত্যিকদের উপাধি ও ছদ্মনাম

- ⇒ অনন্ত বড়ু - বড়ু চণ্ডীদাস
- ⇒ অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত --নীহারিকা দেবী
- ⇒ আব্দুল কাদির - ছান্দসিক কবি
- ⇒ আলাওল - মহাকবি
- ⇒ আব্দুল করিম - সাহিত্য বিশারদ
- ⇒ ঈশ্বর গুপ্ত - যুগসন্ধিক্ষণের কবি
- ⇒ বরচন্দ্র - বিদ্যাসাগর
- ⇒ কাজেম আল কোরায়েশী - কায়কোবাদ
- ⇒ কাজী নজরুল ইসলাম - বিদ্রোহী কবি
- ⇒ কালি প্রসন্ন সিংহ - হতোম পেঁচা
- ⇒ গোবিন্দ দাস - স্বভাব কবি
- ⇒ গোলাম মোস্তফা - কাব্য সুধাকর
- ⇒ চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় - জরাসন্ধ
- ⇒ জসীম উদ্দিন - পল্লী কবি
- ⇒ জীবনানন্দ দাশ - রূপসী বাংলার কবি, তিমির হননের কবি, ধূসর পাণ্ডুলিপির কবি
- ⇒ ডঃ মনিরুজ্জামান - হায়াৎ মামুদ
- ⇒ ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ - ভাষা বিজ্ঞানী
- ⇒ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় - সুন্দ
- ⇒ নজিবুর রহমান - সাহিত্যরত্ন

- ⇒ নীহাররঞ্জন গুপ্ত - বানভট্ট
- ⇒ নূরুন্নেসা খাতুন - সাহিত্য স্বরসতী, বিদ্যাবিনোদিনী
- ⇒ প্যারীচাঁদ মিত্র - টেকচাঁদ ঠাকুর
- ⇒ ফররুখ আহমদ - মুসলিম রেনেসাঁর কবি
- ⇒ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় - বনফুল
- ⇒ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় - সাহিত্য সম্রাট
- ⇒ বাহরাম খান - দৌলত উজীর
- ⇒ বিমল ঘোষ - মৌমাছি
- ⇒ বিহারীলাল চক্রবর্তী - ভোরের পাখি
- ⇒ বিদ্যাপতি - পদাবলীর কবি
- ⇒ বিষ্ণু দে - মার্কসবাদী কবি
- ⇒ প্রমথ চৌধুরী - বীরবল
- ⇒ ভারতচন্দ্র - রায় গুনাকর
- ⇒ মধুসূদন দত্ত - মাইকেল
- ⇒ মালাধর বসু - গুণরাজ খান
- ⇒ মুকুন্দরাম - কবিকঙ্কন
- ⇒ মুকুন্দ দাস - চারণ কবি
- ⇒ মীর মশাররফ হোসেন - গাজী মিয়া
- ⇒ মধুসূদন মজুমদার - দৃষ্টিহীন
- ⇒ মোহিত লাল মজুমদার - সত্য সুন্দর দাস
- ⇒ মোজাম্মেল হক - শান্তিপুরের কবি
- ⇒ যতীন্দ্রনাথ বাগচী - দুঃখবাদের কবি
- ⇒ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - বিশ্বকবি, নাইট - ভানুসিংহ
- ⇒ রাজশেখর বসু - পরশুরাম
- ⇒ রামনারায়ণ - তর্করত্ন
- ⇒ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় - অপরাজেয় কথাশিল্পী
- ⇒ শেখ ফজলুল করিম - সাহিত্য বিশারদ, রত্নকর
- ⇒ শেখ আজিজুর রহমান - শওকত ওসমান
- ⇒ শ্রীকর নন্দী - কবিন্দ্র পরমেশ্বর
- ⇒ সমর সেন - নাগরিক কবি
- ⇒ সমরেশ বসু - কালকূট
- ⇒ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত - ছন্দের যাদুকর
- ⇒ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় - নীল লোহিত

- ⇒ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত - ক্লাসিক কবি
- ⇒ সুকান্ত ভট্টাচার্য - কিশোর কবি
- ⇒ সুভাষ মুখোপাধ্যায় - পদাতিকের কবি
- ⇒ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী - স্বপ্নাতুর কবি
- ⇒ হেমচন্দ্র - বাংলার মিল্টন

## কবি-সাহিত্যিকদের প্রথম গ্রন্থ

- ⇒ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপন্যাস — বউ ঠাকুরানী হাট — ১৮৭৭ সাল। কবিতা — হিন্দু মেলায় উপহার — ১২৮১ বঙ্গাব্দ কাব্য — বনফুল — ১২৮২ বঙ্গাব্দ ছোট গল্প — ভিখারিনী — ১৮৭৪ সাল

নাটক — রত্নচন্দ্র — ১৮৮১ সাল

- ⇒ কাজী নজরুল ইসলাম উপন্যাস — বার্ষন হারা — ১৯২৭ সাল কবিতা — মুক্তি — ১৩২৬ বঙ্গাব্দ কাব্য — অগ্নিবীণা — ১৯২২ সাল নাটক — ঝিলিমিলি — ১৯৩০ সাল

গল্প — হেনা — ১৩২৬ বঙ্গাব্দ

প্রকাশিত গল্প — বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী — ???

- ⇒ প্যারীচাঁদ মিত্র উপন্যাস — আলালের ঘরের দুলাল — ১৮৫৮ সাল
- ⇒ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অনুবাদ গ্রন্থ — বেতাল পঞ্চবিংশতি — ১৮৪৭ সাল
- ⇒ রাজা রামমোহন রায় প্রবন্ধ গ্রন্থ — বেদান্ত গ্রন্থ — ১৮১৫ সাল
- ⇒ আবদুল গাফফার চৌধুরী ছোট গল্প — কৃষ্ণ পক্ষ — ১৯৫৯ সাল উপন্যাস — চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান

১৯৬০ সাল শিশু সাহিত্য — ডানপিটে শওকত — ১৯৫৩ সাল

- ⇒ আবু ইসহাক উপন্যাস — সূর্য দীঘল বাড়ি — ১৯৫৫ সাল
- ⇒ আবুল ফজল উপন্যাস — চৌকির — ১৯৩৪ সাল গল্প — মাটির পৃথিবী — ১৯৩৪ সাল নাটক — আলোক লতা — ১৯৩৪ সাল
- ⇒ আবুল মনসুর আহমেদ ছোট গল্প — আয়না — ১৯৩৫ সাল
- ⇒ আলাউদ্দিন আল আজাদ কাব্য — মানচিত্র — ১৯৬১ সাল উপন্যাস — তেইশ নম্বর তৈলচিত্র — ১৯৬০ সাল

নাটক — মনকোর যাদুঘর — ১৯৫৮ সাল

গল্প — জেগে আছি — ১৯৫০ সাল

প্রবন্ধ — শিল্পীর সাধনা — ১৯৫৮ সাল

- ⇒ আহসান হাবীব কাব্য — রাত্রি শেষ — ১৯৪৬ সাল
- ⇒ গোলাম মোস্তফা উপন্যাস — রূপের নেশা — ১৯২০ সাল
- ⇒ জসীম উদ্দিন কাব্য — রাখালী — ১৯২৭ সাল
- ⇒ জহির রায়হান গল্প — সূর্য গ্রহন — ১৯৫৫ সাল
- ⇒ নীলিমা ইব্রাহিম উপন্যাস — বিশ শতকের মেয়ে — ১৯৫৮ সাল
- ⇒ নূরুল মোমেন নাটক — নেমেসিস — ১৯৪৮ সাল
- ⇒ ফররুখ আহমদ কাব্য — সাত সাগরের মাঝি — ১৯৪৪ সাল
- ⇒ মুনীর চৌধুরী নাটক — রক্তাক্ত প্রান্তর — ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ
- ⇒ ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ভাষাগ্রন্থ — ভাষা ও সাহিত্য — ১৯৩১ সাল
- ⇒ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গল্প — মন্দির — ১৯০৫ সাল
- ⇒ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাস — পথের পাঁচালী — ১৯২৯ সাল
- ⇒ জীবনানন্দ দাশ কাব্য — বরা পালক — ১৯২৮ সাল
- ⇒ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাস — পদ্মা নদীর মাঝি — ১৯৩৬ সাল
- ⇒ বেগম সুফিয়া কামাল গল্প — কেয়ার কাটা — ১৯৩৭ সাল
- ⇒ মোহাম্মদ রজিবুর রহমান উপন্যাস — আনোয়ারা — ১৯১৪ সাল
- ⇒ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী কাব্য — অনল প্রবাহ — ১৯০০ সাল
- ⇒ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজি রচনা — The Captive Ladie — ১৮৪৯
- ⇒ নাটক — শর্মিষ্ঠা — ১৮৫৯ সাল
- ⇒ কাব্য — তিলত্তমা সম্ভব — ১৮৬০ সাল
- ⇒ মহাকাব্য — মেঘনাদ বধ — ১৮৬১ সাল

- ⇒ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপন্যাস ইংরেজি — Rajmohan's Wife — ১৮৬২ সাল
- ⇒ উপন্যাস বাংলা — দুর্গেশনন্দিনী — ১৮৬৫ সাল

- ⇒ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নাটক — তারাবাঈ — ???
- ⇒ মীর মোশাররফ হোসেন নাটক — বসন্তকুমারী — ১৮৭৩ সাল উপন্যাস — রত্নাবতী — ১৮৬৯ সাল
- ⇒ দীনবন্ধু মিত্র নাটক — নীলদর্পন — ১৮৬০ সাল
- ⇒ রামনারায়ন তর্করত্ন নাটক — কুলীনকুল সর্বস্ব — ১৮৫৪ সাল
- ⇒ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ গল্প — নয়নচারা — ১৯৪৫ সাল উপন্যাস — লালসালু — ১৯৪৮ সাল
- ⇒ হাসান হাফিজুর রহমান কাব্য — বিমুখ প্রান্তর — ১৯৬৩ সাল
- ⇒ শামসুর রহমান কাব্য — প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে — ১৯৫৯ সাল
- ⇒ শহীদুল্লাহ কায়সার উপন্যাস — সারেং বউ — ১৯৬২ সাল

- ⇒ বন্দে আলী মিশ্র কাব্য — ময়নামতির চর — ১৯৩০ সাল
- ⇒ বেগম রোকেয়া প্রবন্ধ — মতিচূর — ১৯০৪ সাল
- ⇒

## কবি লেখকদের বিখ্যাত বানী

১। প্রণমিয়া পাটনী কহিল জোর হাতে"

আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে"

----- অন্নদামঙ্গল কাব্য(ভারতচন্দ্র রায়গুনাকর)

২ মানুষ মরে গেলে পচে যায়" „বেঁচে থাকলে বদলায়"...

-----রক্তাক্ত প্রান্তর,মুনির চৌধুরী

৩ .‘অভাগা যদিচি চায় সাগর শুকায়ে যায়’----- মুকুন্দরাম।

৪সুন্দর হে ., দাও দাও সুন্দর জীবনহউক দূর অকল্যাণ সফল অশোভন।/'

-----শেখ ফজলুল করিম।

৫আমারে নিবা মাঝি লগে" .???..." পদ্মা নদীর মাঝি"

-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৬ .‘যে জন দিবসে মনের হরষে জালায় মোমের বাতি’

----- (সদ্বাব শতককৃষ্ণচন্দ্র মজুম - (দার

৭ .‘পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল।’- মদনমোহন তর্কালঙ্কার

৮ .‘সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করনি।’----- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯ .‘স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে’--- রঙ্গলাল মুখপাধ্যায়।

১০. মেয়ের সম্মান মেয়েদের কাছেই সব চেয়ে কম। তারা জানেও না যে, এইজন্যে মেয়েদের ভাগ্যে ঘরে ঘরে অপমানিত হওয়া এত সহজ। তারা আপনার আলো আপনি নিবিয়ে বসে আছে। তারপরে কেবলই মরছে ভয়ে,...ভাবনায়,...অযোগ্য

লোকের হাতেখাচ্ছে... মার, আর মনে করছে সেইটে নীরবে সহ্য করাতেই স্ত্রীজন্মের সর্বোচ্চ চরিতার্থ।  
.....যোগাযোগ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১১ .‘চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?’”

-- কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

১১ .‘তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু আর আমি জাগিব না কোলাহল করি সারা দিনমান কারো ধ্যান ভাঙিব না।’--- কাজী নজরুল ইসলাম

১২.‘কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর; মানুষের মাঝে স্বর্গনরক-, মানুষেতে সুরাসুর।শেখ ফজলুল করিম -----

১৩ .‘যুদ্ধ মানে শত্রু শত্রু খেলা, যুদ্ধ মানেই আমার প্রতি তোমার অবহেলা’----- নির্মলেন্দু গুন।

১৪ .‘আমার দেশের পথের ধূলা খাটি সোনার চাইতে খাঁটি’

----- সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

১৫ .‘আসাদের শাট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।’----- শামসুর রাহমান।

১৬ .‘বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা বিপদে আমি না যেন করি ভয়’----- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭ .‘রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা, তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা’----- কাজী নজরুল ইসলাম

১৮ .‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ দেখিতে চাই না আর’----- জীবনানন্দ দাশ

১৯ .‘বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ঐ’

----- যতীন্দ্রমোহন বাগচী

২০ .‘সুধার রাজ্য পৃথিবী গদ্যময় পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রঙটি’

---- সুকান্ত ভট্টাচার্য।

২১ .‘মস্তকের সাধন কিংবা শরীর পাতন’----- ভারতচন্দ্র

২২ .“প্রীতি ও প্রেমের পূন্য বাধনে যবে মিলি পরস্পরে, স্বর্গে আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরি কুঁড়ে ঘরে।”-----শেখ



ফজলুল করিম

২৩ .“জন্মেছি মাগো তোমার কোলেতে মরি যেন এই দেশে।”

--- সুফিয়া কামাল

২৪ .“রানার ছুটেছে তাই ঝুমঝুম ঘন্টা রাজছে রাতে রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে”- সুকান্ত ভট্টাচার্য।

২৫ .“আমি থাকি মহাসুখে অটালিকা ‘পরে তুমি কত কষ্ট পাও রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে।’” ----- রজনীকান্ত সেন

২৬ .“সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি লভিলে শুধু বঞ্চনা নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়”- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২৭ .“মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে ক’রে গমন হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়।”-----হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

২৮ .“সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।”-----কামিনী রায়।

২৯. “মুক্ত করো ভয়সংকোচের /আপনা মাঝে শক্তি ধরো নিজেরে করো জয়। / বিহ্বলতা নিজের অপমানসংকোচের /  
দুর্বলেরে রক্ষা করো/কল্পনাতে হয়ো না ম্রিয়মাণ দুর্জনেরে হানোনিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো।/”-----  
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩০ .“আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায় হয়তো মানুষ নয় হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে।”-----  
জীবনানন্দ দাশ।

৩১ .“হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছে পৃথিবীর পথে সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীদের অন্ধকারে মালয় সাগরে”-----  
জীবনানন্দ দাশ।

৩২ .“সব পাখি ঘরে আসে সব নদী ফুরায় এ জীবনের সব লেন দেন; থাকে শুধু অন্ধকার”----- জীবনানন্দ দাশ।

৩৩ .“আমি যদি হতাম বনহংস বনহংসী হতে যদি তুমি”----- জীবনানন্দ দাশ।

৩৪.শোনা গেল লাশ কাটা ঘরে নিয়ে গেছে তারে; কাল রাতে ফাগুন রাতের চাঁদ মরিবার হলো তার সাধ”----- জীবনানন্দ দাশ।

৩৫ .“সুরঞ্জনা, ঐখানে যেয়ো না তুমি বোলো নাকো কথা ওই যুবকের সাথে,”----- জীবনানন্দ দাশ।

৩৬ .“হে সূর্য! শীতের সূর্যহিমশীতল সুদীর্ঘ রাত তোমার প্রতীক্ষায় আমরা থাকি !,”----- সুকান্ত ভট্টাচার্য।

৩৭ .‘অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি, জন্মেই দেখি ক্ষুদ্র স্বদেশ ভূমি।’ -----সুকান্ত ভট্টাচার্য।

৩৮ .‘হিমালয় থেকে সুন্দরবন, হঠাৎ বাংলাদেশ কেঁপে কেঁপে ওঠে পদ্মার উচ্ছ্বাসে,”--- - সুকান্ত ভট্টাচার্য।

৩৯ .‘হে মহা জীবন, আর এ কাব্য নয়, এবার কঠিন, কঠোর গদ্য আনো’ -----সুকান্ত ভট্টাচার্য।

৪০ .“কেউ কথা রাখেনি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখে নি” -----সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

৪১ .“আজি হতে শত বর্ষে পরে কে তুমি পড়িছ, বসি আমার কবিতাটিখানি কৌতূহল ভরে,”----- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪২ .“আজি হ’তে শত বর্ষে আগে, কে কবি, স্মরণ তুমি করেছিলে আমাদের শত অনুরাগে’ - ----কাজী নজরুল ইসলাম

৪৩ .‘মহা নগরীতে এল বিবর্ন দিন, তারপর আলকাতরার মত রাত্রী’----- সমর সেন।

৪৪ .“আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি, আমি আমার পূর্ব পুরুষের কথা বলছি” ----আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ।

৪৫ .‘ঠাই নাই, ঠাই নাই, ছোটো এ তরী, আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।’----- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪৬ .“এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার সময় তার শ্রেষ্ঠ সময়, এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।”----- হেলাল হাফিজ।

৪৭ .‘জন্মেই কুঁকড়ে গেছি মাতৃজরায়ন থেকে নেমে, সোনালী পিচ্ছিল পেট আমাকে উগড়ে দিলো যেন’----- শহীদ কাদরী।

৪৮ .“জন্মেই আমার আজন্ম পাপ, মাতৃজরায়ু থেকে নেমেই জেনেছি আমি”----- দাউদ হায়দার।

৪৯ .‘মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা।’

-----অতুল প্রসাদ সেন।

৫০ .‘স্মৃতির মিনার ভেঙ্গেছে তোমার? ভয়কি কি বন্ধু, আমরা এখনো’ -----আলাউদ্দিন আল আজাদ।

৫১. “আজো আমি বাতাসে লাশের গন্ধ পাই, আজো আমি মাটিতে মৃত্যুর নগ্নত্ব দেখি,”----- রুদ্র মোঃ শহীদুল্লাহ।

৫২. “বহু দেশ দেখিয়াছি বহু নদনলে কিন্তু এ স্নেহের- তৃষ্ণা মিটে কার জলে?”----- মধুসূদন দত্ত।

৫৩. “আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা, আমি বাঁধি তার ঘর, আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।”-----  
জসীম উদ্দিন।

৫৪. “যে শিশু ভূমিষ্ঠ হল আজ রাত্রে তার মুখে খবর পেলুমঃ সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক,”----- সুকান্ত ভট্টাচার্য।

৫৫. “আপনাদের সবার জন্য এই উদার আমন্ত্রণ ছবির মতো এই দেশে একবার বেড়িয়ে যান।”----- আবু হেনা মোস্তাফা  
কামাল।

৫৬. “তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা স কিনা বিবির কপালে ভাঙলো, সিথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর”----- শামসুর  
রাহমান।

৫৭. “জনতার সংগ্রাম চলবেই, আমাদের সংগ্রাম চলবেই।” হতমানে অপমানে নয়, সুখ সম্মানে। সিকান্দার আবু -----  
জাফর।

৫৮. “ওই দূর বনে সন্ধ্যা নামিছে ঘন আবীরের রাগে অমনি করিয়া লুটায় পড়িতে বড় সাধ আজ জাগে।”----- জসীম  
উদ্দিন।

৫৯. “তাল সোনাপুরের তালের মাস্টার আমি, আজ থেকে আরম্ভ করে চল্লিশ বছর দিবসযামী” -----আশরাফ হিদ্দিকী।

৬০. “সই, কেমনে ধরিব হিয়া আমার বধুয়া আন বাড়ি যায় আমার আঙিনা দিয়া।’----- চন্ডিদাস।

৬১. “রূপলাগি অর্থাৎ বুকে মন ভোর প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।’ -----চন্ডিদাস।

৬২. “কুহেলী ভেদিয়া জড়তা টুটিয়া এসেছে বসন্তরাজ”  
----- সৈয়দ এমদাদ আলী।

৬৩. “হে বঙ্গ, ভাঙারে তব বিবিধ রতন তা সবে, (অবোধ আমিঅবহেলা করি (, পর ধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমন”  
মধুসূদন দত্ত।

৬৪. “মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ” – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৫. “এতই যদি দ্বিধা তবে জন্মেছিলে কেন?” – নির্মলেন্দু গুণ

৬৬. হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে ., – জীবনানন্দ দাশ

৬৭. “বাতাসে লাশের গন্ধ ভাসে” – রুদ্ৰ মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ

৬৮. বিনুক নীরবে সহো" .,/বিনুক নীরবে সহো,/বিনুক নীরবে সহো যাও,  
ভিতরে বিষের থলিআবুল হাসান ---- "মুখ বুঝে মুক্তা ফলাও। /

৬৯. এইখানে". সরোজিনী শুয়ে আছে, জানিনা সে এইখানে শুয়ে আছে কিনা জীবনানন্দ দাস -"

৭০. ইহুদী মেয়েরা রেঁধে পাঠিয়েছে /পৃথিবীর সবকটা সাদা কবুতর" .  
মার্কিন জাহাজেআল মাহমুদ ----"

৭১. তুমি যাবে ভাই".? যাবে মোর সাথে,/ আমাদের ছোট গাঁয় ?  
গাছের ছায়ায় লতায় পাতায় উদাসী বনের বায় /়.?" ---- জসীমউদ্দীন

৭২. অপদার্থ মানুষকে অনুকরণ করে নিজের মনুষ্যত্বকে হীন কর না, শুধু অর্থ ও সম্পদের সামনে তোমার মাথা যেন নত না হয়। মোহাম্মদ লুতফর রহমান---

৭৩. প্রথম চৌধুরী-----সাহিত্য জাতির দর্পন স্বরূপ .

৭৪. প্রথম চ-----সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত.ৌধুরী

৭৫. শিক্ষার 'স্ট্যান্ডার্ড' মানে জ্ঞানের 'স্ট্যান্ডার্ড', মিডিয়ামের 'স্ট্যান্ডার্ড' নয়। আবুল মনসুর আহমদ-----

৭৬. বিদেশি ভাষা শিখিব মাতৃভাষায় শিক্ষিত হইবার পর., আগে নয়। আবুল মনসুর আহমদ-----

৭৮. “এ দুর্ভাগা দেশ হতে হে মঙ্গলময় দূর করে দাও তুমি/সর্ব তুচ্ছ ভয়/- লোক ভয়, রাজভয়, মৃত্যু ভয় আরদীনপ্রাণ /  
দুর্বলের এ পাষণ্ডভার।”-----রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৯. রাজনীতিবিদদের কামড়াকামড়ির দায় রাজনীতির নয় ., বরং বুর্জোয়া কাঠামোর নড়বড়ে গঠনই রাষ্ট্রের বারোটা বাজিয়ে

দেয় । সংস্কৃতির) ভাঙ্গা সেতুআখতারুজ্জামান ইলিয়াস---(

৮০ .“বিপ্লব, অবিশ্বাস, শান্ত ভাবেও হতে পারেঅনেকখানি সময় লাগিয়ে - ছোটমাঝারি কিস্তিতে-; বহু শত বৎসর পরে যোগফলে মহাবিপ্লবের চেহারাটা অনুমান করা যাবে। বড় বিপ্লব দিয়েই শুরু হতে পারেবেশি -ততটা শান্ত ভাবে নয় - মানবীয় শক্তি খরচ করে নয়। যে সভ্যতা দর্শনের আঁধারখনন-ে আবছা হয়ে ছিল এতকাল, তাকে যুক্তির পথে চালিয়ে নিয়ে ক্রমেই আলোকিত করে তুলবার জন্যে- পৃথিবীর সকলেরই নিঃশেষসের জন্যে এই বিপ্লব। অনেকেই এই রকম কথা বলছে। কিন্তু বিপ্লব আসেনি এখনও।জীবনানন্দ ----- দাশ।

৮১বিপ্লব স্পন্দিত বুকে" ., মনে হয় আমিই লেনিন সুকান্ত -"ভট্টাচার্য

৮২যাকে আমি /সেদিন বুঝতে পারি পাখিই আমাকে ছেড়ে দিলে।/সত্যি যেদিন পাখিকে খাঁচা থেকে ছেড়ে দিতে পারি, খাঁচায় বাঁধি সে আমাকে

আমার ইচ্ছেতে বাঁধে, সেই ইচ্ছের বাঁধন যে শিকলের বাঁধনের চেয়েও শক্ত। ঘরে বাইরে....., রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৩মাধবী হঠাৎ কোথা" . হতে এল ফাগুন দিনের স্রোতে,  
এসে হেসেই বলে যাই যাই যাই।

-----মাধবী ফুল গাছ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৪তরবারি গ্রহণ করতে হয় উচ্চশিরে উদ্ধত হস্ত তুলে",  
মালা গ্রহণ করতে হয় উচ্চশির অবনমিত করে,  
উদ্ধত হস্ত যুক্ত করে ললাট ঠেকিয়ে।"

-----কাজী নজরুল ইসলাম

৮৫.'বামন চিনি পৈতা প্রমাণ বামনী চিনি কিসে রে।' ---লালন

৮৬যে খ্যাতির সম্বল অল্প তার সমারোহ যতই বেশি হয়,, ততই তার দেউলে হওয়া দ্রুত ঘটে।

-----রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৭বাহিরের স্বাধীনতা গিয়াছে বলিয়া অন্তরের স্বাধীনতাকেও আমরা যেন বিসর্জন না দিই।.

-----কাজী নজরুল ইসলাম

৮৮যেন হাঁক দিয়ে আসে..... .

অপূর্ণের সংকীর্ণ খাদে

পূর্ণ স্রোতের ডাকাতি.....

অঙ্গে অঙ্গে পাক দিয়ে ওঠে

কালবৈশাখীরখাওয়া অরণ্যের বকুনি।-মার-ঘূর্ণি-

-----রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৯।"এই অসুন্দরের শ্রদ্ধা নিবেদনের শ্রাদ্ধ দিনে বন্ধু, তুমি যেন যেওনা"

.....কাজী নজরুল ইসলাম

৯০। 'কী পাইনি তারই হিসাব মেলাতে মন মোর নহে রাজি'

-----রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯১। "প্রহরশেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্রমাস,

তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ।"

-----রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯২। 'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি'

---মাহবুব উল আলম চৌধুরী

৯৩। এক সে পদ্ম তার চৌষটি পাখনা,-----চর্যাপদ

৯৪। বিশ্বপিতা স্ত্রী ও পুরুষের কেবল আকারগত কিঞ্চিৎ ভেদ সংস্থাপন করিয়াছেন মাত্র। মানসিক শক্তি বিষয়ে ন্যূনাধিক্য স্থাপন করেন নাই। অতএব বালকেরা যেরূপ শিখিতে পারে বালিকারা সেরূপ কেন না পারিবেক।-----

মদনমোহন তর্কালঙ্কার

৯৫। যে মরিতে জানে সুখের অধিকার তাহারই। যে জয় করে ভোগ করা তাহাকেই সাজে।

-----রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৬। যে লোক পরের দুঃখকে কিছুই মনে করে না তাহার সুখের জন্য ভগবান ঘরের মধ্যে এত স্নেহের আয়োজন কেন রাখিবেন।

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (দুর্বুদ্ধি)

৯৭। সংসারে সাধুঅসাধুর মধ্যে প্রভেদ এই যে-, সাধুরা কপট আর অসাধুরা অকপট।

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (সমস্যাপূরণ)

৯৮। হঠাৎ একদিন পূর্ণিমার রাত্রে জীবনে যখন জোয়ার আসে, তখন যে একটা বৃহৎ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে জীবনের সুদীর্ঘ ভাটার সময় সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে তাহার সমস্ত প্রাণে টান পড়ে।

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (মধ্যবর্তিনী)

৯৯। নারী দাসী বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নারী রানীও বটে।

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (মধ্যবর্তিনী)

১০০। মনে যখন একটা প্রবল আনন্দ একটা বৃহৎ প্রেমের সঞ্চয় হয় তখন মানুষ মনে করে, 'আমি সব পারি'। তখন হঠাৎ আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা বলবতী হইয়া ওঠে।

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।(মধ্যবর্তিনী)

১০১।সংসারের কোন কাজেই যে হতভাগ্যের বুদ্ধি খেলে না, সে নিশ্চয়ই ভাল বই লিখিবে।

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসম্পাদক।(

১০২।যে ছেলে চাবামাত্রই পায়, চাবার পূর্বেই যার অভাব মোচন হতে থাকে; সে নিতান্ত দুর্ভাগ্য। ইচ্ছা দমন করতে না শিখে কেউ কোনকালে সুখী হতে পারেনা।

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।(কর্মফল)

১০৩।সামনে একটা পাথর পড়লে যে লোক ঘুরে না গিয়ে সেটা ডিঙ্গিয়ে পথ সংক্ষেপ করতে চায়বিলম্ব তারই -  
অদৃষ্টে আছে।

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।(কর্মফল)

১০৪।বিধাতা আমাদের বুদ্ধি দেননি কিন্তু স্ত্রী দিয়েছেন, আর তোমাদের বুদ্ধি দিয়েছেন; তেমনি সঙ্গে সঙ্গে নির্বোধ স্বামীগুলোকেও তোমাদের হাতে সমর্পন করেছেন।- আমাদেরই জিত।

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।(কর্মফল)

১০৫।বিয়ে করলে মানুষকে মেনে নিতে হয়, তখন আর গড়ে নেবার ফাঁক পাওয়া যায় না।

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।(শেষের কবিতা)

১০৬।লোকে ভুলে যায় দাম্পত্যটা একটা আর্ট, প্রতিদিন ওকে নতুন করে সৃষ্টি করা চাই।

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।(শেষের কবিতা)

১০৭।পূর্ণ প্রাণে যাবার যাহা

রিক্ত হাতে চাসনে তারে,

সিক্ত চোখে যাসনে দ্বারে।

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।(শেষের কবিতা)

১০৮।সোহাগের সঙ্গে রাগ না মিশিলে ভালবাসার স্বাদ থাকেনাতরকারীতে লঙ্কামরিচের মত। -

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।(চোখের বালি)

১০৯।সাধারণত স্ত্রীজাতি কাঁচা আম, ঝাল লন্কা এবং কড়া স্বামীই ভালোবাসে। যে দুর্ভাগ্য পুরুষ নিজের স্ত্রীর ভালোবাসা হইতে বঞ্চিত সেয়ে কুশ্রী অথবা- নির্ধন তাহা নহে; সে নিতান্ত নিরীহ।

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।(মনিহারী)

১১০। যারে তুমি নিচে ফেল সে তোমাকে বাঁধিবে যে নিচে।  
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১১১।মনেরে আজ কহয়ে,  
ভালমন্দ যাহাই আসুক, সতেরে লও সহজে।

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।(কবিতা-বোঝাপড়া)

১১২।আশাকে ত্যাগ করলেও সে প্রগলভতা নারীর মত বারবার ফিরে আসে।  
-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১১৩।দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল  
বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামল।  
-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১১৪।"কত বড়ো আমি' কহে নকল হীরাটি।  
তাই তো সন্দেহ করি নহ ঠিক খাঁটি ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - "

( ইন্টারনেট হতে সংগ্রহীত)